বুঝিয়াও আমার ধ্যানের বিঘাতক বোধে আমার ভক্তিতেই চিত্তশুদ্ধি প্রভৃতি সদ্‌গুণের আবির্ভাব হইবে— এইরূপ দৃঢ়নিশ্চয়ে সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া আমাকে ভজন করে, সেজন সত্তম অর্থাৎ সাধুমধ্যে শ্রেষ্ঠ। অথবা ভক্তির প্রতি দৃঢ়বিশ্বাস জন্মিয়াছে বলিয়া কর্ম্মানুষ্ঠানে তাহার আর অধিকার নাই, এইজন্য যে জন সর্ব্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া আমাকে ভজন করে, সে জনও সত্তম। এস্থানের অভিপ্রায় এই যে—যতদিন পর্য্যন্ত ভক্তির প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস না জন্মে, ততদিন পর্য্যন্ত কর্ম্ম করিবে। আর শ্রীভগবানে ভক্তি করিলেই সর্ব্বার্থসিদ্ধি হয়—এইরূপ দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিলে, তাহার আর কর্ম্ম করিবার প্রয়োজন নাই। তাই একাদশস্কন্ধে শ্রীভগবান বলিয়াছেন—

তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা।
মৎকথাশ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে॥

জ্ঞানীর যতদিন পর্য্যন্ত ঐহিক পারলৌকিক সুখভোগে বিতৃষ্ণা না জন্মিবে, ততদিন পর্য্যন্ত কর্ম্ম করিতে হইবে। ভক্তের যতদিন পর্য্যন্ত আমার কথাদিশ্রবণে দৃঢ় বিশ্বাসের উদয় না হইবে, ততদিন পর্য্যন্ত কর্ম্ম করিতে হইবে। যেমন—শ্রীহয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে নারায়ণব্যূহস্তবে উল্লেখ আছে—

যে ত্যক্তলোকধর্ম্মার্থা বিষ্ণুভক্তিবশং গতাঃ।
ধ্যায়ন্তি পরমাত্মানং তেভ্যোঽপীহ নমো নমঃ॥

যাঁহারা বিষ্ণুভক্তির বশীভূত হইয়া অর্থাৎ ভক্তি ভিন্ন কিছুই করিবার ক্ষমতা নাই, অতএব লোক বেদধর্ম্ম পরিত্যাগ করতঃ পরমাশ্রয়তত্ত্ব শ্রীভগবান্‌কে ধ্যান করেন, তাঁহাদের চরণেও আমার নমস্কার, আমার নমস্কার। এই প্রমাণে ভক্তির প্রতি দৃঢ়তায় লোকধর্ম্মত্যাগের কথা পাওয়া যায়।

"আজ্ঞায়ৈবং গুণান্ দোষান্" এই শ্লোকে এই নিম্নলিখিত প্রকার ব্যাখ্যাই বুঝিতে হইবে। যদিও ভক্তে সেই সেই পূর্ব্ববর্ণিত গুণের যোগ নাই, তথাপি পূর্ব্বে যেরূপ বর্ণন করা হইয়াছে, সেইপ্রকার কৃপালুত্ব প্রভৃতি গুণ এবং তাহার বিরুদ্ধে নির্দ্দয়ত্ব প্রভৃতি দোষ, হেয় এবং উপাদেয়রূপে বুঝিয়াও অর্থাৎ কৃপালুতাটী গুণ আর নির্দ্দয়তাটী দোষ—ইহা অভ্রান্তরূপে জানিয়াও যে জন আমি সেই সকল গুণের মধ্যে যে নিত্যনৈমিত্তিকলক্ষণ বর্ণাশ্রমবিহিত ধর্ম্মসকল উপদেশ করিয়াছি, সে সমুদয় ধর্ম্ম এবং জ্ঞানও অর্থাৎ জীব-ঈশ্বরে অভেদ-ভাবনাও আমার অনন্যভক্তিবিঘাতক বোধে সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করিয়া আমাকে ভজন করে, সে জনও সত্তম। মূলশ্লোকে স চ এই 'চ'-কার উল্লেখ থাকাতে পূর্ব্বোক্ত সাধুও সত্তম; আর ইনি সেই